তারিখ 01 FEB 1987
6 5

দৈনিক ইনকিলাব
ঢাকা, রবিবার, ১৮ মাঘ, ১৩৯৩

শিক্ষা বিস্তারে পীর মাওলানা নেসারউদ্দীন আহমদ (রঃ)-এর অবদান

01 FEB 1987

মুহাম্মদ আবদুর রশীদ

012

১৯৪৭ সালের আগস্টে এই উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরের কথা। ২শ' বছরের ইংরেজ শাসনের স্টীম রোলারে নিষ্পিষ্ট হয়ে উপমহাদেশের মুসলমানগণ তখন ইসলামী কৃষ্টি-কালচার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। সাথে সাথে ইংরেজদের মদদপুষ্ট হিন্দুদের দাপটে হিন্দুয়ানী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংক্রমিত হয়েছিলো মুসলমানদের মধ্যে। এ সময় তৎকালীন দক্ষিণ বাংলার বহু মুসলমান ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান ভুলে গিয়ে হিন্দুদের সাথে পূজা পার্বণে লিপ্ত হয়ে যায়। বিশেষ করে লক্ষ্মী পূজা বহু মুসলমানই করতো। টুপির প্রচলন উঠে গিয়েছিলো। লুঙ্গির বদলেল পরতো ধুতি। তাছাড়া সব চেয়ে যেটা বড় কথা তা হল, এ সময় মুসলমানদের শিক্ষাকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখা হয় বিশেষভাবে। মুসলিম বালক-বালিকারা উচ্চ শিক্ষা তো নয়ই সাধারণ শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত ছিলো। যার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল আরেক জাহিলিয়াতের যুগ। ঠিক এ দুর্যোগপূর্ণ সময় জ্ঞানের আলো নিয়ে, শিক্ষার মশাল জ্বালিয়ে, ধর্মের তূর্যবাদক হয়ে ১৮৭২ সালে বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি (বর্তমানে যার নাম পীর সাহেবের নামানুসারে রাখা হয়েছে নেছারাবাদ) উপজেলাধীন শর্ষিনাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন যুগ শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ পীর আল্লামা মরহুম নেসারউদ্দীন আহ্মেদ (রহঃ)।

মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত আদর্শবান মুসলমান জনাব সদরুদ্দীন আহমদের পরিবারে জন্ম লাভ করেন এই মহান জ্ঞান সাধক। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষা সমাপ্ত করে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরের অন্তর্গত একটি মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। অবশ্য এর পূর্বেই তিনি পিতৃহারা হন। তবুও পুণ্যময়ী মাতার আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় চলছিল তাঁর পড়াশুনা। এর পর তিনি ঢাকার হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। কৃতিত্বের সাথে মাদ্রাসার শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করে ধর্মীয় তথা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এসময় উপমহাদেশের খ্যাতনামা পীর পশ্চিমবংগের হুগলী জেলার মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ওরফে আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)-এর নিকট আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক মহা সাধকের সাহচর্যে থেকে তিনি আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে পীরের খেলাফত লাভ করেন এবং তৎকালীন পূর্ব বাংলায় জ্ঞানের আলো জ্বালাতে পীর সাহেব কর্তৃক আদিষ্ট হন।

পীরের নির্দেশ মোতাবেক তিনি পূর্ব বাংলায় এসে দেখলেন, মানুষ অশিক্ষা-কুশিক্ষায় আচ্ছন্ন হয়ে ধর্ম, জাতীয়তাবাধ, সমাজ-সংস্কৃতি সব কিছুই ভুলে গেছে। তাই তিনি এর মূলোৎপাটনকল্পে শুরু করলেন শিক্ষা বিস্তার অভিযান। এর জন্য তিনি নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

(১) বিভিননস্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাঃ শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। তাই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে পীর সাহের মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করলেন। বরিশাল, পটুয়াখালী, ফরিদপুর, খুলনা, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছোট বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় চারশ'। এর মধ্যে প্রায় একশটি রয়েছে উচচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কামিল-ফাজিল মাদ্রাসা। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রায় প্রতি জেলায়ই তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। নিজ বাড়ীতে ১৯১৫ সালে উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী আবাসিক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ জামেয়া-ই-ইসলামিয়ার বুনিয়াদ স্থাপন করেন। কলিকাতা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার পরেই অবিভক্ত বাংলায় ছারছীনা দারুচ্ছন্নাৎ জামেয়া-ই-ইসলামিয়াই ছিল সর্ব প্রথম বেসরকারী কামিল মাদ্রাসা। বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলমানদের সন্তানগণ সৎ শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এ ছাড়া তিনি নিজের ভক্তদেরকেও সামগ্রিক শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিতেন। যার ফলে দেশময় অসংখ্য মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

(২) শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা সফরঃ পীর সাহেবের ধারণা ছিল যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সব শ্রেণীর লোকই শিক্ষা পাচ্ছে না। যেমন বয়স্ক সাধারণ মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতো না। তাই তিনি সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র শুরু করলেন ঝটিকা সফর। পূর্ব বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে ভ্রমণ করে সভা সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞান ছড়াতে শুরু করলেন। যার ফলে দেশের সব শ্রেণীর লোক ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষার আলো লাভে সক্ষম হয়। এ ছাড়া নিজ বাড়ীতে বছরে দু'টি ইসলামী জলসার আয়োজন করতেন। এ জলসায় লাখ লাখ মানুষের সমাগম হতো। এর মাধ্যমে তিনি শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সুযোগ পেতেন। তিনি উপস্থিত লোকদের তিন দিন পর্যন্ত আপ্যায়ন করে ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন শিক্ষা দিতেন এবং গ্রামে-গঞ্জে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। ইসসলামী শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় তিনি যে সকল সভা ও বৈঠক করেছিলেন তার সংখ্যা পনেরো হাজারেরও উর্ধ্বে।

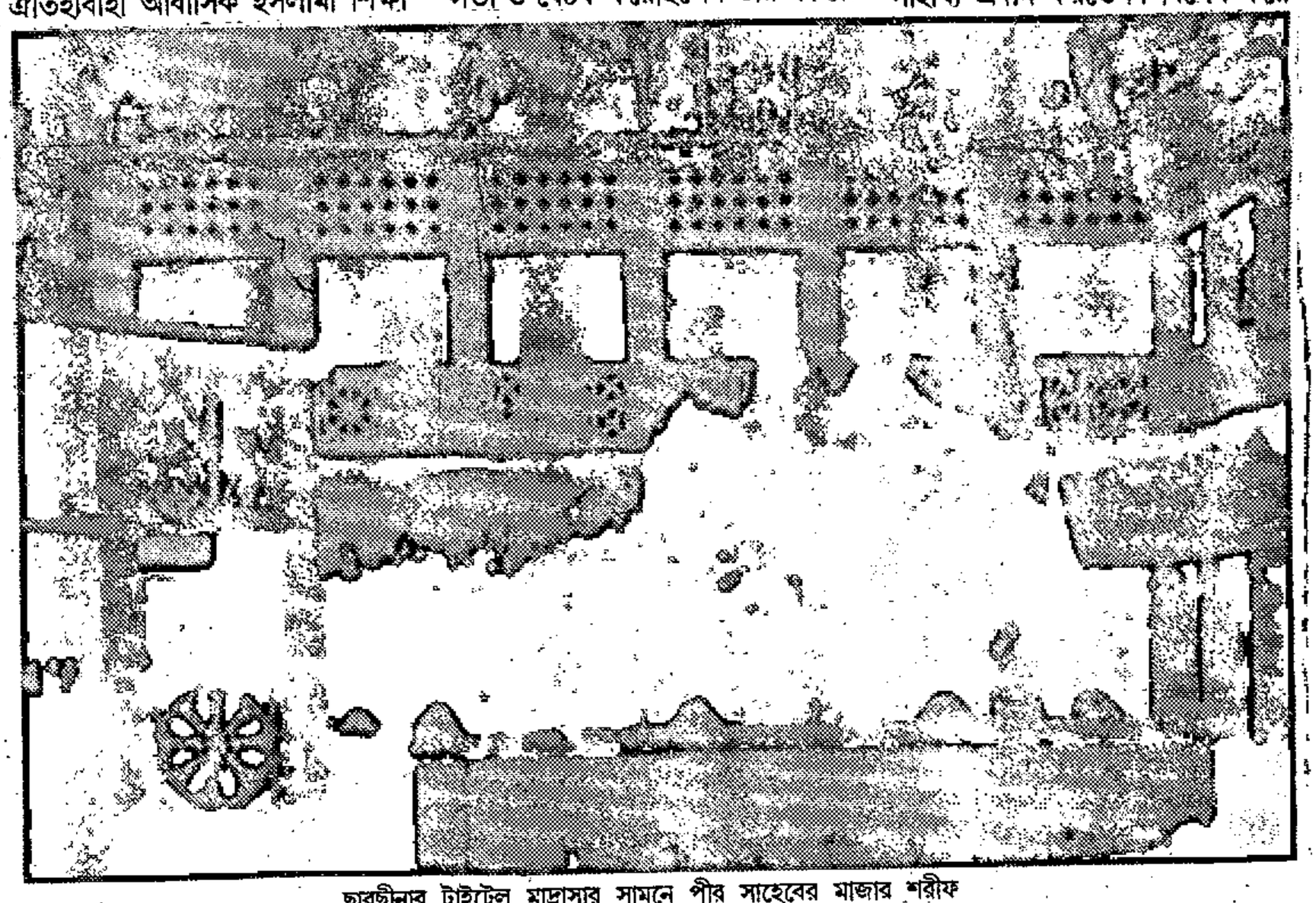

ছারছীনার টাইটেল মাদ্রাসার সামনে পীর সাহেবের মাজার শরীফ

(৩) শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পুস্তক প্রণয়ন ও পত্রিকা প্রকাশঃ পুস্তক প্রণয়ন এমনই একটি পন্থা যা শিক্ষা বিস্তারে স্থায়ী ভূমিকা পালন করে। এ লক্ষ্যে হযরত পীর সাহেব বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তক প্রণয়নকল্পে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। স্বীয় ভক্তবৃন্দের মধ্যে আলেম ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি পুস্তক রচনার আদেশ দিতেন। পীর সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু ইসলামী পুস্তক রচিত হয়। তিনি নিজ বাড়ীতে প্রেস স্থাপন করে এ সকল পুস্তক মুদ্রিত করে জনগণের মাঝে বিতরণ করতেন। বাংলা ভাষায় পীর সাহেব কেবলার প্রণীত পুস্তকের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে তরিকুল ইসলাম, ফত্ওয়া-ই-সিদ্দীকিয়া, তালিমে মারেফত, আলজুমা, মাছায়েলে আরবা, নারী ও পর্দা, দাড়ি ও ধূমপান, মাহাব ও তকলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি আরবী ও উর্দু ভাষায় বহু ইসলামী পুস্তক প্রণয়ন করেছেন।

দারুসসুন্নাত আলীয়া মাদ্রাসা ভবন

দেশের সব এলাকায় ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য প্রচারের জন্য তিনি "তাবলীগ" নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ বহুল প্রচারিত পত্রিকাটি প্রায় চার দশক ধরে গুণী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে।

(৪) বিভিন্ন তহবিল ও সংগঠন প্রতিষ্ঠাঃ মরহুম পীর সাহেব জীবদ্দশায় ইসলামী শিক্ষার সহায়তার জন্যে অনেক ফাণ্ড গঠন এবং সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন হেমায়েতে ইসলাম ফাণ্ড, ইয়াহইয়া-ই-সুন্নত ফাণ্ড, জমিয়তে হেযবুল্লাহ, জমিয়তে ওলামা ইত্যাদি।

নব মুসলিমদের সমস্যা নিয়ে আমাদের সমাজে সচেতনতা এখনো জাগেনি। অন্য ধর্ম ছেড়ে যারা ইসলামের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের আর্থিক হতে শুরু করে সমস্যার অন্ত থাকে না। হযরত পীর সাহেব তা উপলব্ধি করে নব মুসলিমদের সাহায্যের জন্য একটি তহবিল গঠন করেন। এর দ্বারা তিনি তাদের আর্থিক ও সামাজিক সাহায্য প্রদান করতেন। বিশেষ করে শিক্ষার জন্য তিনি এ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা দিতেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা ত্বরান্বিত করার জন্য পীর কেবলাহ ইয়াহইয়া-ই-সুন্নত ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় তিনি মাসিক ও বার্ষিক হারে এ ফাণ্ড থেকে মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দিতেন। বিশেষ করে এ ফাণ্ডের দ্বারা ইয়াহ্ইয়া-ই-সুন্নত বোর্ড নামে একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষার প্রবর্তন করা হয়। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করত তাদের তিনি মাসিক বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করতেন। এছাড়াও এ ফাণ্ড থেকে গরীব ছাত্রদের পড়াশুনার জন্য সাহায্য করা হত।

জমিয়তে হেযবুল্লাহ এবং জমিয়তে ওলামা নামে দু'টি অরাজনৈতিক সংগঠনও তিনি কায়েম করেছিলেন। ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছাড়াও ইসলামী শিক্ষা দেশময় প্রচার করা এ দু'টি সংগঠনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মোটকথা উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারই ছিল ছারছীনার মরহুম পীর নেছার উদ্দীন আহমদ (রহঃ)-এর আজীবনের সাধনা। তিনি সারা জীবন বাংলাদেশের মুসলমানদের অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। জীবনের একটি মুহূর্তও তিনি ভোগ বিলাসে কাটাননি। একদিকে তিনি বাহ্যিক জ্ঞানে উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার দরুন যেমন বাহ্যিক জ্ঞান তথা শরিয়ত শিক্ষা দেয়ার জন্য সারাজীবন বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা-মক্তব প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত ছিলেন, অপরদিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মহান সাধন হওয়ার হেতুতে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রচার ও প্রসারে ছিলেন ব্যাপৃত। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী রোজ শুক্রবার ৭৯ বছর বয়সে এ মহান জ্ঞান তাপস পৃথিবীর বুক থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। তবুও তাঁর প্রচারিত শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "মানুষ গড়ার কারখানা" হিসেবে আজও দেশের লাখ লাখ যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করছে, পয়দা করছে সাচ্চা মুসলমান।